স্বাধীনতার ইতিহাসে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু

সাইফ উদ্দিন আহমেদ

সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ট বাঙালি, বাংলার স্থপতি, বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্থান করে দেওয়ার মহান নায়ক, লৌহ মানব, জুলিয়কুরির, বাঙ্গালী জাতির নয়ণের মনি, পূর্ব বাংলার অহংকার, আপসহীন সংগ্রামী নেতা, বাংলার গৌরব, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার একমাত্র সম্পত্তি বাড়িটি ঢাকা শহরে। সে বাড়িটির অবস্থান ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে। যে নেতার জন্ম না হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুত্রপাত হতো না, যে নেতার নেতৃত্বে ৯ মাসের যুদ্ধে স্বাধীনতা নামের দুর্লভ বস্তুটি আমরা পেয়েছি। অত্র নিবন্ধে এই মহান নেতার জীবনী আলোচনা করার চেষ্টা করছি। সমুদ্র থেকে এক গ্লাস পানি নিলে সমুদ্রের বাকী পরিমাণ যেমন অসীম থেকে যায়, তেমনি বঙ্গবন্ধু মুজিবের জীবনী লিখে শেষ করা কঠিন। তারপরও স্মৃতির পাতা, বিভিন্ন পত্র - পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা, মুক্তিযুদ্ধের দলিল থেকে, আমার রাজনীতির গুরু মরহুম এডভোকেট সিরাজুল হক সাহেব যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। এবং তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাঁদের থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আমি এ লেখার চেষ্টা করেছি। জানি না এই লেখায় এক মহাসমুদ্র বঙ্গবন্ধু মুজিবের জীবনীর কিছু অংশ আলোচিত হয়েছে কিনা।

আকাশের উদারতা, স্বর্গীয় মহত্ব নিয়ে যুগে যুগে যে সব মনীষী অবতরণ করেছে, মানুষের কল্যানে নিজেকে বিলীন করে ধর্ম, দেশ - জাতির জন্য যে সব চিহ্ন রেখে গেছেন, বাঙ্গালী জাতি ও স্বাধীন বাংলাদেশের ভুমিকায় বাঙ্গালী জাতির অধিকার আদায়ে যে অবদান রেখে গেছেন, আমাদের প্রেক্ষাপটে বঙ্গাবন্ধু মুজিব স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। আমরা এই জাতির পিতার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তিনি আমদের হৃদয়ে চির অম্লান ও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলার ইতিহাসের পাতায়। বিশ্বের দরবারে। তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পুর্ব পুরুষ, বাগদাদ থেকে চট্টগ্রামে ও সোনার গাঁয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন। জনাব শেখ আউয়াল। তার ছেলের নাম শেখ ফরিদউদ্দিন, তার ছেলে তেবারী, তার ছেলের নাম শেখ ইমামউদ্দিন যার পুত্র শেখ জাহের। শেখ জাহেরের পুত্র শেখ কাশেম। শেখ কাশেমের ছেলে শেখ হামিদ। শেখ হামিদের পুত্র ছিলেন শেখ লুৎফর রহমান। এই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব জনাব লুৎফর রহমানের সুযোগ্য সন্তান ছিলেন বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গর্ভধারিণী মাতা ছিলেন জনাবা সায়রা বেগম। চার ভাইবোনের মধ্যে উনি ছিলেন তৃতীয়।

*** ১৭ই মার্চ ১৯২০ ইং**- বঙ্গাবন্ধু মুজিব ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহন করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি মেধাবী, প্রতিবাদী ও সাহসী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই অনুভব করা যেত তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবেন। এলাকার কোন নীরিহ মানুষ অত্যাচারিত হলেই তিনি সত্যিকার ঘটনা উদঘাটন করে সঠিক বিচার গরীবেরা পাওয়ার জন্য জনমত সৃষ্টি করতেন। যে কারনে এলাকার সকলেই উনাকে পছন্দ করতেন। যে কোন সমস্যার সমাধানে মুজিবকে ডাকতেন। তিনি সত্যের পুজারী ছিলেন, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতেন না। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতেন না বিধায় ছোট বেলা থেকে প্রতিবাদী হিসাবে তার পরিচয় গড়ে উঠে। আপোসহীন ভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ধর্মই বঙ্গাবন্ধু মুজিবের জীবনে রাজনীতির চর্চা শুরু করে ১১/ ১২ বৎসর বয়সে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯৩৯ সালে প্রথম কারাবরণ করেন, ৭দিন হাজতবাস ১৮ বৎসর বয়সে।

শেখ মুজিব চাচাতো বোনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন একই বছরে। তিনি তিন ছেলে ও দুই কন্যার জনক। শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

*** ১৯৪০ সালে** - নিখীলভারত মুসলিমলীগের ছাত্র ফেডারেশনএ যোগদান করেন। বাংলা মুসলিম লীগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। একই সাথে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সাধারনণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

*** ১৯৪২ সালে** - গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে এস, এস, সি পাস করে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্র- ছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের মন জয় করে নেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারনে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় এই কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি কলকাতা ধর্মতলা স্টীট্রের বেকার হোস্টেল এর আবাসিক ছাত্র নিবাসে থাকতেন।

*** ১৯৪৭ সালে** - পাকিস্তান দাবীর আন্দোলনের সাথে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন। এ বছরই তিনি ডিগ্রী পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ছাত্র -ছাত্রী

ও কর্মচারীদের সমস্যা সমাধানে সোচ্চার হন। ছাত্র - ছাত্রী ও কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর যে অগ্রনী ভূমিকা ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস আজও তার সাক্ষী ।

* **১৯৪৮ সালে** - ৪ঠা জানুয়ারী পুর্ব পকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়। তিনি ছিলেন নবগঠিত ছাত্রলীগের কিংবদন্তী ছাত্রনেতা। একই বছর **১১** ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। তিনি সংগ্রাম পরিষদ এর নেতৃত্ব দিয়ে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে ৬৫ জন ছাত্র সহ গ্রেফতার হন। ছাত্র -জনতার আন্দোলনে পরে সকলেই নিশর্ত মুক্তি পান। **১৬ই মার্চ** '৪৮ এ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সংগ্রামী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সবাই এক যোগে মরন পণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এর মহান নায়ক বঙ্গাবন্ধু মুজিবকে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভিন্ন সুযোগ দেবার জন্য প্রস্তাব পাঠায়। আন্দোলন না করার জন্য যে কোন সুযোগ মুজিব পাবে এমন প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখান করে বজ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'আমি চাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, এইটা হউক রাষ্ট্রীয় ভাষা আমাদের এই দাবী।' আপোসহীন মনোভাবের কারনে প্রশাসনের আক্রোশ বেড়ে যায় তার উপর। পরবর্তীতে যারা '৭১ এর দালাল ছিল তারা বঙ্গাবন্ধুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে ব্যবস্থা নিতে তৎপর হয়ে উঠে। বার বার বাধা দিলেও মাথা নত না করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রকালে **'৪৮ এর ১১ই** সেপ্টেম্বর আবার তিনি গ্রেফতার হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সহ পুর্ব বাংলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসুচী ও আন্দোলনের মুখে বঙ্গাবন্ধু মুজিবকে মুক্তি দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি, এস, সিতে তাকে বিশাল সম্বর্ধনা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

* **১৯৪৯ সালে - ৩ রা মার্চ** বঙ্গাবন্ধু ছাত্রলীগকে নিয়ে চতুর্থ শ্রেনী কর্মচারীদের দাবী আদায়ের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলন করার কারনে বঙ্গাবন্ধু সহ আরও ২৭ জন ছাত্র নেতাকে শোকজ করা করা হয়। পরবর্তীতে বহিস্কারের পরিবর্তে জরিমানা করা হয়। জরিমানা সহ অপরাধ স্বীকার করে বন্ড সই না দিলে বহিস্কার করা হবে এমন ঘোষণা দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ ঘোষণার আলোকে অনেকেই এই সুযোগ গ্রহণ করে রাজনীতি না করার অঙ্গীকার পত্রে দস্তখত করলেও বঙ্গাবন্ধু এতে রাজি হননি। তাই তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া স্থগিত হয়ে যায়।

একই বছর **২৩ শে জুন** রোজ গার্ডেনে পুর্ব বাংলা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এই কাউন্সিলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষাণী সভাপতি, সামসুল হক সাধারন সম্পাদক ও বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব যুগ্ন সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন। সেদিন থেকেই বাঙ্গালী জাতির অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সক্রিয় এবং বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখতে শুরু করেন।

* **১৯৫০ সালে - ১১ই মার্চ** বাংলা ভাষাকে **'রাষ্ট্রভাষা'** দিবস পালনের উদ্যোগ নেন তিনি। সে সময় পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর সহচরেরা মুজিবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে।

শেখ মুজিব ও সহযোদ্ধারা আন্দোলনের জন্য রাজপথে নেমে আসেন মিছিল-মিটিং করতে থাকেন। এদিন আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়, তবে পুর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার দাবীর মুখে বঙ্গাবন্ধু মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পান।

* **১৯৫২ সালে - ৩০ শে জানুয়ারী** খাজা নিজামউদ্দিন ঘোষণা দিল **'উর্দু'** হবে অভিন্ন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। এর প্রতিবাদে পুর্ব বাংলার প্রতিবাদী ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও জনতা অসহযোগ আন্দোলনে শরীক হল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বঙ্গাবন্ধু আবার গ্রেফতার হন **১৪ই ফেব্রুয়ারী**। কারাগারে অবস্থান কালে তিনি ভাষা আন্দোলনে শরীক হবার জন্য 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই দাবীতে অনশন করেন। **'২১শে ফেব্রুয়ারী** মহান নেতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব কারাগারে বন্দী। দাবী আদায়ের আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত। ছাত্র- জনতার মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষণ নির্বিচারে চলে সেদিন। 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' শে-াগান মুখে নিয়েই আন্দোলন এর মিছিলে শহীদ হলেন ছালাম, জব্বার, বরকত, রফিক, সফিউর রহমান এবং আরো অনেকে। সেদিনই বঙ্গাবন্ধু মুক্তি পান নাজিম উদ্দিন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে।

* **১৯৫৩ সালে** - বঙ্গাবন্ধু আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। এই বছর **'৩১শে মে** শেরে বাংলা ফজলুল হকের মন্ত্রী সভা বাতিল করা হয়। এর পরপরই আবার পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী বন্ধী করে বঙ্গাবন্ধুকে। **৩রা জুন** তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

* **১৯৫৫ সালে** - তিনি গণ পরিষদে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, **'পুর্ব পাকিস্তানের নাম আজ থেকে পুর্ব বাংলা।'** পুর্ব বাংলার মেহনতী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি সকলকে শরীক হবার আহবান জানান।

* **১৯৫৬ সালে - ৬ ই সেপ্টেম্বর** আতাউর রহমান এর মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। বঙ্গাবন্ধুকে শিল্প- বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও লিজেস এইভ দপ্তরের দ্বায়িত্ব

দেয়া হয়। তিনি সফল ও সার্থক ভাবে অর্পিত দ্বায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন।

*** ১৯৫৭ সালে** – প্রধান মন্ত্রী সোহরাওয়ারদীর সাথে গণচীন সফরে যান। ফিরে এসে আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির নির্দেশে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেন।

*** ১৯৫৮ সালে – ১২ ই অক্টোবর** বঙ্গাবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। '৫৮ সালের অক্টোবরের এক সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য তিনি করাচী পৌছেন। ৭ ই অক্টোবর তিনি রওয়ানা দিয়েছিলেন। এদিকে পূর্ব বাংলায় সামরিক আইন জারি হয়েছে তিনি করাচী পৌছে তা জানতে পারেন। তিনি মন্ত্রী সভায় যোগদান না করে ফিরে আসেন পূর্ব বাংলায়।

*** ১৯৫৯ সালে** – আগস্ট মাসে আইয়ুব সরকার এবভো ও প্রোভো আইন জারি করে বঙ্গাবন্ধু ও সোহরাওয়ার্দীর ৬ বছরের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন। শেখ মুজিবকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৪ মাস করাবরণের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন।

*** ১৯৬১ সালে – ২১ শে জুন** বঙ্গাবন্ধুর পক্ষে সোহরাওয়ার্দী হাইকোর্টে পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী আইনী লড়াইয়ে অবতীর্ন হন। বিভিন্ন যুক্তিতর্কের পর মাননীয় আদালত বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব কে মুক্তি দেন।

*** ১৯৬২ সালে – ৬ ই ফেব্রুয়ারী** বঙ্গাবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। **১৮ ই জুন** তিনি পুনরায় মুক্তি লাভ করেন। অন্যদিকে ১৩ই জুন আইয়ুব খান সামরিক আইন তুলে নিয়ে মন্ত্রী সভা গঠন করেন। **২রা জুলাই** পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় সরকারের তীব্র সমালোচনা এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যার কথা তার বক্তব্যের মাঝে তুলে ধরেন জনতার সম্মুখে।

* ১৯৬৩ সালে – ১৯ শে মার্চ আইয়ুব-মোনেম সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দীর সাথে বঙ্গাবন্ধু সারা বাংলায় ঝটিকা সফরে যান। স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। এমতাবস্থায় সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে পড়লে লন্ডনে যান চিকিৎসার জন্য। দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি আলোচনার জন্য বঙ্গাবন্ধু লন্ডনে যান সোহরাওয়ার্দীর কাছে। আগস্টে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। আইন করে যেহেতু সরকার তাদের প্রকাশ্য রাজনীতি বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাই আন্দোলন গোপনে চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন বঙ্গাবন্ধু, সোহরাওয়ার্দী, মানিক মিয়া ও আতাউর রহমান।

*** ১৯৬৪ সালে** – বঙ্গাবন্ধু পূর্ব বাংলা দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন। কাস্মীরে একটি মসজিদে রক্ষিত হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর চুল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় হিন্দু- মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। তিনি এ দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। '৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়।

*** ১৯৬৬ সালে** – আইয়ুব খান – মোনেম সরকার বঙ্গাবন্ধুকে রেসকোর্সের ভাষণের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলায় আবার গ্রেফতার করে । বিচারে তাকে এক বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। তাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে হাইকোর্ট থেকে আপিলে মুক্তি পেয়ে বের হয়ে এসে ছয় দফার নের্তৃত্ব দেবার অপরাধে আবার গ্রেফতার হন। **'৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী** লাহোর সম্মেলনে বঙ্গাবন্ধুর ছয় দফা দাবী ছিল বাঙ্গালী জাতির মুক্তির সনদ ও বাঁচার দাবী অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত। **'৬৬ সালে ১৮ থেকে ২০ শে মার্চ** আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেসন হোটেল ইডেন এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিলে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব সভাপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ – সভাপতি, তাজউদ্দিন আহমেদ সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন। **৮ ই মে** বঙ্গাবন্ধু, তাজউদ্দিন আহমেদ ও খন্দকার মোশতাক আহম্মেদ কে গ্রেফতার করা হয়। তখন স্বাধীন মনা বাঙ্গালীরা ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে তীব্র প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে আন্দোলন শুরু করে। তারা স্বাধীন বাংলার দাবী নিয়ে আন্দোলনে শরীক হয়। একই বছর পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী **১৮ ই জানুয়ারী** বঙ্গাবন্ধুকে এক নম্বর আসামী করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগর তলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তারা দেশ বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করছে। এই মামলায় আসামীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন বি- বাড়ীয়ার কৃতি সন্তান, বঙ্গাবন্ধুর সহচর, আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব এডঃ সিরাজুল হক।

*** ১৯৬৮ সালে – ১৭ ই জানুয়ারী** ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গাবন্ধু জামিনে মুক্তি পান। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তাকে আবার দেশ রক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় সেনানিবাসে। সমগ্র বাংলা তখন আন্দোলনে ফেটে পরে বঙ্গাবন্ধু সহ সকল আসামীদের মুক্তির দাবীতে। এই মামলা থেকে বঙ্গাবন্ধু সহ সকল আসামিদের মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে এডঃ সিরাজুল হককে সহযোগীতার জন্য লন্ডন থেকে রাণীর আইন বিষয়ক উপদেস্টা টমাস উইলিয়াম কে ঢাকায় আনা হয়। তিনি এই মামলায় বঙ্গাবন্ধু কে মুক্তি দানে সহায়তা করেন।

*** ১৯৬৯ সালে** – গণঅভ্যুত্থানের বছর। ছাত্ররা প্রতিবাদ মুখর আন্দোলন শুরু করেন। এই

আন্দোলনকে দমানোর জন্য পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি করে। এই কার্ফ্যু ভেঙ্গে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র জনতা। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আসাদসহ নাম না জানা আরো অনেকে। প্রতিনিয়ত চলতে থাকে জনতা আর পুলিশের সামনা সামনি বিক্ষোভ আর গুলি বর্ষণ। আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার বাধ্য হন মামলা প্রত্যাহার করে নিতে। বঙ্গাবন্ধু সহ সবাইকে নিঃশর্ত মুক্তি দানে বাধ্য হন।

'৬৯ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিশাল সম্বর্ধনায় দশ লক্ষের অধিক লোকসমাগম হয়। সেদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আপামর জনসাধারনের নেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ সবার সম্মতিক্রমে শেখ মুজিবুর রহমান কে **বঙ্গাবন্ধু** উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর **২৪ শে ফেব্রুয়ারী** বঙ্গাবন্ধু ৯ জন প্রতিনিধি সহ লাহোরে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। **১০ ই মার্চ** আইয়ুব খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বঙ্গাবন্ধুর ১১দফা ও আওয়ামী লীগের ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবী জানান। পশ্চিমারা এসব দাবী মানতে অস্বীকৃতি জানালে **১৪ ই মার্চ** তিনি দেশে ফিরে গণ অভ্যুত্থানের ডাক দেন। একই বছর ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকীতে বঙ্গাবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান কে বাংলাদেশ নামকরনের ঘোষণা দেন। তখন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বৈশম্য দেখা দেয়। বাঙ্গালী জাতি নিজের অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু করেন পূর্ব পাকিস্তাকে বাংলাদেশ হিসেবে পাওয়ার। এই আন্দোলনে অনেকেই শহীদ হন। মুলত স্বাধীনতা ও স্বাধীকার আন্দোলনের সৃষ্টি সেদিন থেকেই যে দিন বঙ্গাবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান কে বাংলাদেশ নামকরণ করেছিলেন।

*** ১৯৭০ সালে – ৬ ই জানুয়ারী** বঙ্গাবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। **৮ ই অক্টোবর** বঙ্গাবন্ধু বেতার ও টিভিতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। বাঙ্গালী জাতিকে ছয় দফা বাস্তবায়নে আন্দোলনে শরীক হবার উদাত্ত আহবান জানান।

*** ১৯৭১ সালে – ৭ ই মার্চ** রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভায় জাতিকে ভবিষৎ দিক নির্দেশনা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান জানান। ' যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে' প্রস্তুত থাকার আহবান জানিয়ে বলেন,' শত্রুদের মোকাবেলা করার নির্দেশ দেবার সুযোগ আমার নাও মিলতে পারে। পশ্চিমারা যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে তারা আমাদের কোন দাবী মেনে নিবে না। আমরা আমাদের অধিকার ছিনিয়ে আনব ইন্‌শালাহ।'

'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'
-বঙ্গাবন্ধু।

তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সেক্টর চিহ্নিত করা হয়, কমান্ড কাউন্সিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসে পরিকল্পনার বিস্তারিত বর্ণনা করেন। সমবোঝতার আশ্বাস দিয়ে ২৪ শে মার্চ রাত্রিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে হামলা চালায় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী। সবচেয়ে বর্বর ও ভয়াবহ অবিচার, অত্যাচার ও হত্যার ঘটনা ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। রোকেয়া হল ও সামসুন্নাহার হলে আমাদের বোনদের উপর যে কি অকল্পনীয় অমানুষিক অত্যাচার চালায় তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও স্বাধীনচেতা মানুষেরা নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। আজও শরীর শিউরে উঠে মধুদার ছেলের সে 'মধুর কেন্টিন' এর বর্ণনা শুনলে।

এ দিকে **২৪ শে মার্চ** পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষকে গণহত্যা শুরু করল হানাদারেরা। বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করন, গ্রেফতার ও হত্যা করার সময় সাহসী বাঙ্গালী সৈনিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে কেউ অস্ত্র নিয়ে আবার কেউবা খালি হাতে পালিয়ে আসে। সে সময় লেঃ কর্ণেল চৌধুরী ও মেজর জিয়াউর রহমান ইপিআরের ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। যে তথ্য মেজর রফিকের লেখা 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' জিয়া জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। জিয়া যে গ্রন্থটির কোন প্রতিবাদ করেননি বরং সাধুবাদ জানিয়েছিলেন লেখাটিকে।'বেবি টেক্সী থেকে নেমে আসলেন লেঃ কর্ণেল চৌধুরী ও মেজর জিয়াউর রহমান। তারা চাইলেন আমি যেন সেদিন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে কোন আক্রমন পরিচালনা না করি। কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও পাকিস্তানীরা আঘাত হানার আগেই তাদের উপর আক্রমন করা প্রয়োজন– আমি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলাম। সে সময় এখনই পরে আর সুযোগ হবে না তাও বললাম। পাকিস্তানীরা গণ হত্যার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে এখন তাদের ধ্বংশ না করতে পারলে পরে ওরা আমাদের সবাইকে জবাই করে ফেলবে। 'চিন্তা করো না' মেজর জিয়া বললেন ওরা চরম ব্যবস্থা নিবে না। আমিও তাই মনে করি' সায় দিলেন লেঃ কর্ণেল চৌধুরী। তোমার সৈন্যদের পদক্ষেপ গ্রহন করা থেকে তুমি এখনই থামিয়ে দাও।' এই মতামত নিয়ে কোন প্রতিবাদ বা বির্তক নেই তা সময়ের হিসেবে অবশ্যই স্বীকার্য। আর এ বিষয় যে যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায় তা বলা বাহুল্য।

*** ২৫ শে মার্চ '৭১** প্রথমে ওয়ারলেস এর মাধ্যমে ঢাকা মগবাজার টিএন্ডটিতে কর্মরত তখনকার কয়েকজন কর্মচারীর মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর নির্দেশ দেন বঙ্গাবন্ধু রাত ২টা ১৪ মিনিটে। এরই মাঝে বঙ্গাবন্ধুর ঘোষণাটি

আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী রা মাইকযোগে অথবা লিফলেট এর মাধ্যমে প্রচার করতে শুরু করে ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ অন্যান্য বড় শহরে।

*** ২৬ শে মার্চ '৭১** কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রটি পাঠ করেন। এ দিকে মেজর জিয়াউর রহমান ২৫শে মার্চ '৭১ চট্টগ্রাম বন্দরে সোয়াত নামক জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে যান। যে অস্ত্র পশ্চিমারা পুর্ববাংলার দামাল ছেলে ও মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছিল।

**** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**, আপনি পবিত্র সংসদে দাঁড়িয়ে পরের লেখা মিথ্যা পড়ে নিজেকে মিথ্যুক বানাবার আগে '৭১ এর দিকে তাকিয়ে আপনার মরহুম স্বামী শহীদ বীর মুক্তি যোদ্ধা জিয়াউর রহমান এর স্বাধীনতা সংগ্রামের অবদানের কথা ভেবে দেখেছেন কি? যদি ভেবে চিন্তেই বলে থাকেন তাহলে '৭১ সালে আপনি কি চট্টগ্রামেই ছিলেন? আপনি জানেন কি? ২৫ তারিখ মধ্যরাত্রি অর্থাৎ পরের দিন প্রহর শুরু হবার পুর্ব পর্যন্ত মেজর জিয়া কোথায় ছিল?

** চট্টগ্রাম কেন্টনমেন্টে ?
** সোয়াত নামক পাকিস্তানী অস্ত্র ভরা জাহাজের অস্ত্র খালাসের কাজের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে ?
** কালুর ঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ?
** আপনি কি তখন আপনার স্বামীর সাথে ছিলেন ?
** আপনি কি আপনার স্বামীর কণ্ঠে 'আমি মেজর জিয়া বলছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রটি পাঠ করছি' - শুনেছেন ?
** আজকের আপনার রাজনৈতিক সচিব সাকা চৌধুরী ও তার পরিবার কি আপনার স্বামীর সেক্টরে যুদ্ধ করেছিল ?
** গোলাম আযম, সাঈদী, নিজামী ও বর্তমান ইতিহাস লেখকেরা মেজর জিয়াউর রহমান বা অন্য কোন সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিল ?
** নাকি আপনাদের বন্ধী অবস্থায় বা মুক্তিবাহিনীর সেবায় মুক্ত করেছিল ?

ইতিহাস সাক্ষী জিয়া, মেজর জিয়া, মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার জিয়া ১৯৭৭ সালে ১৫ ই ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া বেতার ও টিভি ভাষণে বলে গেছেন তিনি '৭১ এর ২৭ শে মার্চ ঘোষণা পত্রটি পাঠ করেন। '৭১ এর ২৫ শে মার্চ দিনগত রাত্রে বঙ্গাবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা টি নিয়ে পরিস্কার ভাবে কথা বলেছেন সেই সময় যারা কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পরিচালনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তারা সবাই বেলাল আহম্মেদ এর বইয়ে পরিস্কার ভাবে উলেখ করেছেন। জেনারেল সুবিদ আলী ভুইয়া বি. এন. পির সমর্থন থাকাকালীন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সে বই লিখেছেন, সেখানেও তিনি পরিস্কার ভাবে লিখেছেন ঘোষণার কথা।

*** ২৭ শে মার্চ '৭১** জিয়াউর রহমান বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে তার নেতৃত্বে সরকারের প্রতি আস্থা ঘোষণা করে যে ঘোষণা পত্রটি পড়েন তা জিয়াউর রহমান নিজে কখনই অস্বীকার করেননি। আওয়ামী লীগের ক্ষমতা কালীন সময়ে কিংবা পরবর্তী সময়েও আবার তিনি যখন সামরিক আইন প্রশাসক, পরে রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখনও তিনি বলেননি যে বঙ্গাবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেননি। অথবা তিনি নিজেই স্বাধীনতার ঘোষক। বলেননি ২৬ শে মার্চ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তিনি বরাবরই বলেছেন তার ঘোষণা প্রচারিত হয় ২৭ শে মার্চ '৭১ এ।

**** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**, ২৫ শে মার্চ বঙ্গাবন্ধু মুজিব বন্দী হওয়ার কারনে যদি তিনি নিজ কণ্ঠে ঘোষণাটি মধ্যরাত্রিতে রেকর্ড না করে ভুল করে থাকেন আর সে ঘোষণা টি ২৬ শে মার্চ যদি এম এ হান্নান পাঠ করে থাকেন।
** ২৫ শে মার্চ যদি ক্যাঃ রফিক প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে থাকনে। উপরোক্ত বিচার গুলো প্রমান করলে ইতিহাসের সাক্ষ থেকে যা প্রমাণিত, মেজর জিয়াউর রহমান '৭১ এর ২৫শে মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র খালাসের জন্য গিয়েছিলেন। ক্যান্টনমেন্ট এ ক্যাপ্টেন রফিক বিদ্রোহ করার পর বাঙালী সৈনিক ভাইয়েরা একাত্মতা ঘোষণা করে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাতে শুরু করেছিল, মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে যখন ষোল শহর গিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে যুক্তি করে কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রে গিয়েছিলেন- তখন আপনি কোথায় ছিলেন?
* গৃহবন্দী নাকি আত্মগোপন করে ছিলেন?
* আপনার পার্শ্বে কি টিভি অথবা রেডিও ছিল না?
* দিনটি কি ২৫, ২৬ অথবা ২৭ শে মার্চ ছিল?
* মেজর জিয়াউর রহমান নিজে ২৭ শে মার্চ স্বীকার করে টিভি ও বেতারের মাধ্যমে ১৯৭৭ সালে ১৫ ই ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন-'৭১ এর ২৭ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রটি পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। শুনেছেন কি?

* ১৯৯১ সালে আপনি যখন ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন তখন পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করেন জিয়াউর রহমান ২৭ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে সেটা কি মিথ্যা ছিল?
* এমনকি ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ও দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে পড়ানো হত জিয়াউর রহমান ২৭ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এখনও যা কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহাল আছে। আপনি কি এসব জানেন না ?

* আপনি হঠাৎ করে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করলেন মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন করার জন্য। এ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তদের ইতিহাস ভাল করে জেনে শুনে তাদের নিয়োগ দিয়েছেন কি?

* একটি স্বাধীন দেশের তিন বার প্রধানমন্ত্রী আপনি নির্বাচিত হয়েছেন। আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। স্বাধীনতার ইতিহাস কি আপনার জানা নেই ?

* হঠাৎ করে সংসদে বাজেট অধিবেশনে আপনি যে শিক্ষা ইতিহাসটি কার্যকরী করার জন্য ২৭ এর পরিবর্তে ২৫ মার্চ জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বললেন, এটা কি জেনেশুনেই মিথ্যাচার কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত কারণে ?

* নাকি ক্ষমতায় পূর্ণ সময় থাকার জন্য বিরোধীদলের আন্দোলন অন্যভাবে মোড় ঘোড়ানোর উদ্দেশ্যে এরকম সাজানো নাটকের অবতারণা করেছেন?

* অথবা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব এর উপকারের প্রতিদান দেওয়ার জন্য তার নাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে র জালে জড়িয়ে আটকা পড়ে গেছেন ?

* নাকি বহুজাতিক বাহিনী নিয়ে গঠিত এই সংসদ কে চিরস্থায়ী ভেবে এমন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

* স্বাধীনতার স্বপক্ষে কথা বলাই অপরাধ এমন আইন পাশ করার চিন্তা ভাবনা করছেন কি ?

যদি সত্যিকার ইতিহাসই আপনারা বলে থাকেন, তাহলে যে সময় বাংলাদেশে যুদ্ধ চলছিল সে সময় -

* পাকিস্তানী প্রশাসন মেজর জিয়াউর রহমানকে ২৫ তারিখে গ্রেফতার না করে অস্ত্র খালাসের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠিয়েছিল কেন ?

* বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করা হয়েছে। তিনি সহ তখন আরো অনেক নেতৃবৃন্দকে ঐ মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। জিয়াউর রহমান কে তখন বন্দী করা হয়নি কেন ?

* '৪৭ থেকে '৭১ বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব ১৮ বৎসর কারাবাস করেছেন। মেজর জিয়া কতাবর আন্দোলনের জন্য কারাবাস করেছেন ?

* স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে বিশ্বের মিডিয়া ও পত্র পত্রিকায় জিয়াউর রহমান কে স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গাবন্ধুর পক্ষে পাঠ করেছেন - এরকম সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন কেন?

* আমেরিকা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে সমর্থন করে সপ্তম নৌ-বহর পাঠানোর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও তাদের রিপোর্টে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব কে আখ্যায়িত করেছে কেন ?

*** লন্ডন থেকে প্রকাশিত টাইমস ও গার্ডিয়ান পত্রিকায় ২৭ শে মার্চ '৭১ সংখ্যায় যে রিপোর্টটি ছাপা হয়েছিল**

- " skeikh mujibur rahman the acknowledge leader of bangal nationalism responded heroically to the pakistan army's intervention with a call for resistance and declaration of independence. There is good evidence that most members of the bangali regements will accept his order's. shortly there fore his arrest mujib had issued a proclamation to his people which informed them; you are citizens of a free country. Today the west Pakistan military force is engaged in a rewarding ortain in our victory. Allah is with us. The world public opinion is with us. Joy bangla. (victory of bangla)

*** দৈনিক প্রথম আলো ২০০৪, ১৫ ই জুলাই-** পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন সংযোগ কর্মকর্তা তৎকালীন মেজর ছিদ্দিক সালিক তার বিখ্যাত গ্রন্থ withness of surrender এ উলেখ করেছেন-

when the first shot had been fired, the voice of sheikh mujibur rahman come faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistani radio in what must have been and sounded like a prerecorded massage. The sheikh proclaimed east Pakistan to the people's republic of Bangladesh.

মেজর ছিদ্দিক সালিক পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ এর কার্যবলী সম্পাদন করতেন। তিনি বইটি লিখেছিলেন তার দেখা বিষয় গুলোকে কেন্দ্র করে। যা ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। এই ঘোষণা প্রচারের পরপরই ৩২ নম্বর ধানমন্ডীর বাড়িতে রকেট লাঞ্চার নিক্ষিপ্ত হয়। বঙ্গাবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। এসব তথ্য তার লেখা বই থেকেই জানা যায়।

পত্র- পত্রিকার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই ঃ

* সরকারের উর্ধতন পর্যায় থেকে বলা হল পুনঃমুদ্রিত স্বাধীনতার দলিলে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

* বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ প্রচার কালে বি. এন. পির মহাসচিব পরিস্কার ভাবে বলেছেন যে স্বাধীনাতার ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। যা তিনি পরে বইটির প্রকাশনা উৎসবেও বলেছেন।

****একই সংবাদে জানা গেল আর এক কর্মকর্তা বললেন কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

* প্রত্যয়ন কমিটির অন্যতম ব্যক্তি অধ্যাপক এমাজ উদ্দীন আহমেদ পরিস্কার ভাবে সাংবাদিকদের বললেন - যাই করা হয়েছে তা মন্ত্রীর ইচ্ছামতে প্রত্যয়ন কমিটির সিদ্ধান্ত এটি নয়।

* প্রত্যয়ন কমিটির একজন সদস্য এই পরিবর্তনের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন কমিটি থেকে।

* জিয়াউর রহমানের সৃষ্ট স্বাধীনতার দলিল প্রকল্পে সদস্য ছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং আরও কয়েকজন। তারা স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন এই অসত্য

দলিলে তারা সম্পৃক্ত নন। তারা এই দলিলের নিন্দা ও জানিয়েছেন।

* সাংবাদিক আফসান চৌধুরী বলেন, বঙ্গাবন্ধু র স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি তৎকালীন প্রামান্য কমিটির কাছে পরিস্কার হওয়ার পরেই তখন স্বাধীনতার দলিলে সংযোজন করা হয়েছিল। সেই প্রকল্পে তিনি নিজেও জড়িত ছিলেন। জিয়াউর রহমানের ঘোষণার বিষয়টি ও তারা সে সময় নিশ্চিত হ উপরোক্ত আলোচনা পর্যালোচনা থেকে কেবল নিশ্চিত না, সঠিক ও সত্য ইতিহাস বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার মহান নায়ক। বাংলার রূপকার বাঙ্গালী জাতির মহান নেতা ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধীনতার ঘোষকই না যুদ্ধ শেষ করে সফল ও স্বাধীন বাংলার মহানায়ক ও দেশ প্রধান।

আরও প্রমানিত হয় মেজর জিয়া প্রথমে স্বাধীনতা চাননি, বাধ্য হয়ে কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রে তাকে ২৭ তারিখে যেতে হয়েছিল। বেগম খালেদা জিয়া সঠিক দিনটি মনে রাখতে পারেননি। অথবা যারা স্বাধীনতা চায়নি তারা ৭ কে ৬ বানিয়ে একটু মাত্রা লাগিয়ে পাঁচ বানিয়ে ফেলেছে। একটু খানি মাত্রার কারণে বিকৃত স্বাধীনতার ইতিহাস, শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানী, পশ্চিমা বাহিনীর সহচরদের পোষ্য করার নিকৃষ্ট প্রয়াস করছে।

একজন প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা খবর শুনে ও পত্রিকায় পড়ে দুঃখ করে বললেন, বঙ্গাবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস ও তালিকা তৈরী করেছেন। রাজাকারদের ক্ষমা করে যে ভুল করেছি সে ভুল পথে আর না এগিয়ে রাজাকারদের সত্যিকারের তালিকা তৈরীর সময় এখনই।

*** ১৯৭১সালে এপ্রিল ১০ তারিখে** বাংলাদেশের প্রথম বিপবী সরকার গঠিত হয়। ২৬ শে মার্চ থেকে ১৬ ই ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ চলে। ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মহুতি ২ লক্ষ মা- বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

*** ১৯৭২ সালের ১০ ই জানুয়ারী** বঙ্গাবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান। সেদিন ১টা ৪১ মিনিটে বিমান বন্দরে অবতরণ করে রেসকোর্স ময়দানে সরাসরি যান। বিকেলে ৫টায় পৌছে জাতির উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে ভাষণ দেন। বঙ্গাবন্ধু দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন, তার অনুরোধে ১২ ই মার্চ ১৯৭২ ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে। তার এ সিদ্ধান্ত ইতিহাসে এক অনন্য নজীর সৃষ্টি করে। কোন দেশ সৈন্য পাঠিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অপর দেশেকে সহোযোগীতা করলে সে দেশের সৈন্যরা অবস্থান করে দীর্ঘদিন। বঙ্গাবন্ধু সেদিন দেশের আপামর জনগনের স্বার্থের কথা ভেবে কঠিন সিদ্ধান্ত নেন। একই বছর **২৬ শে মার্চ** সাভারে বঙ্গাবন্ধু জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সেদিনই পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, ব্যাংক, বীমা জাতীয় করনের সিদ্ধান্ত নেন।

*** ১৯৭৩ সালের ৬সেপ্টেম্বর** জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আলজেরিয়ায় যান। সেখানে বাংলাদেশের ভয়াবহ ক্ষতির কথা বর্ণনা করে সকলের সহযোগিতা কামনা করে ভাষণ দেন।

*** ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী** বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলে **২৩ ফেব্রুয়ারী** বঙ্গাবন্ধু পাকিস্তানে যান ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিতে।

স্বাধীনতা লাভের পর মেজর জিয়া অবসর নেন সেনাবাহিনী থেকে। কিন্তু বঙ্গাবন্ধু নিজের হাতে অবঃ মেজর জিয়াকে ডেকে এনে মেজর জেনারেল এর ব্যাজ পরিয়ে দেন। সেদিন মেজর জিয়া বঙ্গাবন্ধুকে কি বলেছিলেন? যার জন্য বঙ্গাবন্ধুকে দু'লক্ষ মাবোনের উপমা দিতে হয়েছিল। কেন তিনি বাবা সেজে বেগম খালেদা জিয়াকে আবার জিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, এর সাক্ষী ইতিহাস দিবে। তারই প্রতিদান কি ....?

** বঙ্গাবন্ধুর ছবি নামানোর জন্য আইন পাস করা হয়।

** সংবিধানে কালো আইন জারিকরে বঙ্গাবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়।

** বঙ্গাবন্ধুকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র স্বরূপ বিকৃত স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা হয়।

** '৭১ এর সাকা চৌঃ, আযম, নিজামী, সাঈদী গংদের মুক্তিযোদ্ধা বানানো হয়।

** মুস্তাক এর সাথে আঁতাত করে বঙ্গাবন্ধুকে শহীদ করা হয়।

** রাজাকারদের ক্ষমা করা যদি বঙ্গাবন্ধুর অপরাধ হয়।

** মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিদান দিতে গিয়ে গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দিয়ে পুর্নবাসিত করা হয়।

** শহীদদের বিচার করার জন্য '৭১ এর পরাজিত শক্তিকে আবার শক্তিশালী করার জন্য মন্ত্রী বানানো হয়।

** স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করার জন্য বিতর্ক ব্যক্তি দিয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়।

** রাজাকারদের ইংগিতে স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করা হয় তাহলে বাঙ্গালী জাতি অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে জানে। সঠিক ইতিহাস ও পুর্বের ঘটনাবলী বিচার বিশেষণ করার মত বিজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে আসবে। সঠিক ইতিহাস লেখা হবে, সেদিন ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করবে না।

*** ১৯৭৫ এর ১৫ ই আগস্ট** বঙ্গাবন্ধু সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা শহীদ হন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ

বাঙ্গালী, বাংলার নয়নের মনি, ৭কোটি বাঙ্গালীর নিবেদিত প্রাণ, পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের মহান নায়ক, ইতিহাসের অগ্নি পুরুষ, বাঙ্গালী জাতির আর্শীবাদ পুষ্ঠ স্বাধীন বাংলার রুপকার, স্বাধীন বাংলার মহাপুরুষ, জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানএর বসবাসকারী একমাত্র বাড়িটি ঢাকা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে লেকের পাড়ে একটি জনাকীর্ণ বিল্ডিং। যে বিল্ডিং এ বঙ্গাবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যরা অমর স্মৃতি হয়ে আছেন।

আজ সে বাড়িটি বঙ্গাবন্ধুর সুযোগ্য কন্যাদ্বয় বঙ্গাকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের দলিল হিসেবে বাঙ্গালী জাতিকে উৎসর্গ করে স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের স্মৃতি বিজরিত যাদুঘর হিসেবে দান করেছেন। যে বাড়িটি '৭১ থেকে '৭৫ এর স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। অনেক পর্যটক ও দর্শনার্থী এখানে আসেন রোজ, তাদের মুখে হৃদয়ে যেন একটা আকাংখা-

"রাত পোহালে যদি শোনা যেত
বঙ্গাবন্ধু মরেনি
আমরা পেতাম জাতির পিতা
বিশ্ব পেত মহান নেতা"

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি সচেতন নার্গরিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস শেখানো এবং সঠিক চিত্র তুলে ধরা। স্বাধীনতা অর্জন যেমন কঠিন তারচেয়েও বেশী কঠিন স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। বিশ্বের ইতিহাসে এত অল্প সময়ে কোন দেশ স্বাধীন হয়েছে এ নজির একমাত্র বাংলাদেশ এবং বাঙালিই সৃষ্টি করতে পেরেছে। পরাধীনতার অত্যাচারে অত্যাচারিত না হলে স্বাধীনতার অর্থ আর স্বাদ বোঝা যায় না। আমরা একাত্তরের নয় মাস সেই বিষবৃক্ষের ফল খেয়ে হজম করেছি তাই আমরা জানি স্বাধীনতার মানে.......কি????

লেখক পরিচিতঃ *টগবগে তরুণ সাংবাদিক, কলামিষ্ট, কবি এবং প্রাবন্ধিক। রিয়াদে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম এবং ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক ফোরাম এর সাধারণ সম্পাদক। রিয়াদের বাংলাস্কুল নিয়ে সত্যানুসন্ধানী দুঃসাহসী দু'তিনটি রিপোর্ট বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিন মরুপলাশ, স্পর্শক, স্বর, নিউইয়র্ক বাংলা, অভীক, সূর্যোদয়,* ***ভিন্নমত, সদালপ*** *এবং বিভিন্ন দৈনিকে লিখে তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। মরুপলাশ গ্রুপের সবচে' আলোচিত এবং আলোড়িত প্রকাশনা* ***'একাত্তর বাঙালি জাতির জন্ম'*** *গ্রন্থে রয়েছে এ লেখকের একটি বহুল আলোচিত নিবন্ধ 'স্বাধীনতা নীরবে নিভৃতে কাঁদে' যা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি ব্যস্ত লেখক। বর্তমানে বিভিন্ন বাংলা ওয়েবে নিয়মিত লেখেন।*

লেখকের সঙ্গে সরাসরি ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারেন। -সম্পাদক।

E-mai: saifuddinahmed_2004@yahoo.com